6

তারিখ 29 JUL 1996
পৃষ্ঠা 8 কলাম ২

আজকের কাগজ

# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা ছাড়া ভর্তি এবং নীল প্যানেলের জয়লাভ

গতকাল একটি দৈনিক পত্রিকায় ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই ৯৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাস্টার্স প্রিলিমিনারী শ্রেণীতে ১৫ জন ছাত্র–ছাত্রীকে ভর্তির অভিযোগের সংবাদ আর শুক্রবার দিন সংবাদপত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, ফিনান্স কমিটিতে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনে নীল প্যানেলের প্রার্থীদের একজন ছাড়া সকলের জয়লাভের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনপি–জামাত–ফ্রিডম পার্টি সমর্থিত সাদা প্যানেল পরাজিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদি প্যানেল নীল, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে অনুসারি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনেও নীল প্যানেলের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রার্থীরা বিএনপি সরকারের আমলেই জয়লাভ করেছিলো। সে নির্বাচনে সাদা দলকে জেতাবার জন্যে সাদা দলের শিক্ষকদের থেকে নিয়োজিত পাবলিক সার্ভিস কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, বাংলা একাডেমী, প্রেস ইনস্টিটিউট এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কর্মকর্তাদের কেউ কেউ প্রকাশ্যে প্রচারণা চালান এবং ভোট দিতে আসেন কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি, সাদা প্যানেলের ভরাডুবি রোধ করা যায়নি। সাদা প্যানেলের ভরাডুবি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদি প্যানেল নীল এর সাফল্যের কারণ বিএনপি সরকারের আমলে নির্লজ্জ দলীয়করণ প্রক্রিয়া। বিএনপি–জামাত সমর্থিত সাদা প্যানেলভুক্ত শিক্ষকদের থেকে বেগম খালেদা জিয়ার বিএনপি সরকারের আমলে দলীয় আনুগত্যের কারণে পাবলিক সার্ভিস কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এর চেয়ারম্যান ও সদস্য, প্রেস ইনস্টিটিউট ও বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়। এ ছাড়াও সাদা প্যানেল থেকে নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিষদের সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ–উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট ও হাউজ টিউটর, বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন পদের সিলেকশন কমিটিতে পাইকারিভাবে নিয়োগ করা হয়। বিএনপি আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদা দলের শিক্ষকদের কিরূপ পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হয়েছে তা নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশিত হলে মানুষ তা বিশ্বাস করবে না।

বিএনপি সরকারের আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি–জামাত সমর্থিত সাদা প্যানেলের স্বেচ্ছাচারিতা, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির কারণে ক্ষুব্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ঐ ব্যবস্থার অবসান ও পরিবর্তন কামনায় গত সিনেট নির্বাচনের সময় থেকে নীল দলকে ক্রমবর্ধমান সমর্থন দিয়ে আসছে, যার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সদ্য অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনে। এ নির্বাচনে নীল দলের সাফল্যের আর একটি কারণ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর গঠিত চৈনিক, নকশাল, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, সর্বহারা, মার্কসবাদী–লেনিনবাদী, বামপন্থী শিক্ষকদের পিঙ্ক বা গোলাপী প্যানেলের নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করা। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের সমর্থনে নাজাত দিবস পালনকারি গোলাপী প্যানেলের কোনো কোনো শিক্ষক অবশ্য ১৯৯৫ সালের ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে বড় ভক্ত এবং বর্তমান জাতীয় ঐকমত্যের হাওয়ায় বয়ে চলা নৌকায় সওয়ার। ঐ সব শিক্ষকদের এখন বিশ্ববিদালয়ে নির্বাচনের চেয়ে জাতীয় নির্বাচনের ফলাফলের সুযোগ গ্রহণ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সে জন্যেই সম্ভবত তারা এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল ও ফিনান্স কমিটির শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। ফলে গোলাপী ভেঙে গঠিত বিএনপি–জামাত আঁতাতের সাদা প্যানেলের সঙ্গে এবার নীল প্যানেলের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং তাতে নীল দল নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। গোলাপী দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে ত্রিমুখী লড়াইতে নীল প্যানেলের ক্ষতি আর সাদা প্যানেলের লাভ হয়। এবারে যা হতে পারেনি। এবারের নির্বাচনে গোলাপীরা নীল প্যানেলের সমর্থনে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছিলো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনের এবারের ফলাফল ৭৫ পরবর্তী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং বঙ্গবন্ধুর নাম নিশানা মুছে ফেলার জন্যে খোন্দকার মোশতাক, জিয়াউর রহমান, এরশাদ, বেগম খালেদা জিয়ার আমলে প্রথমে পিঙ্ক বা গোলাপী এবং পরে সাদা প্যানেলে সুবিধাবাদি পাকিস্তানপন্থি, একাত্তর ও পঁচাত্তরের ঘাতকদের দালাল, চীনপন্থী মার্কস ও লেনিনবাদি চারু মজুমদারের শিষ্য নকশাল এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভেকধারি হটকারিদের কিম্ভূতকিমাকার ঐকমত্যের দুই দশকের অভিযানের প্রতিক্রিয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আদি প্যানেল নীল, যার সদস্যরা গত দুই দশক শত প্রতিকূলতার মধ্যেও বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতা, মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধুর চেতনা সমুন্নত রেখেছে তারা অন্যান্য প্যানেলের মতো সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আনুগত্য বদলায়নি। বস্তুত ১৯৭৩ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ নীল প্যানেলেরই অবদান এবং ঐ অধ্যাদেশ চালুর সময় থেকে বর্তমান সময় অবধি নীল প্যানেলের শিক্ষকরা তাদের পেশাগত জীবনে বহুদিক থেকে বঞ্চিত হওয়া-সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন ও অধিকারকে অক্ষুন্ন রাখার সংগ্রামে কখনো বিরত হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাই নীল প্যানেলের প্রতিই তাদের রায় দিয়েছে যা মুক্তিযুদ্ধের রজতজয়ন্তীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, যে মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু শিক্ষক রক্ত দিয়েছেন এবং অবদান রেখেছেন।